



11497 - ওজু করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি আশা করছি, একজন নারী কভাবে ওজু করবে সে ব্যাপারে আমাকে অবহতি করবেন। আমি আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রশ্নটি পশে করছি। আমি আরও আশা করছি- ইংরেজী বর্ণে আয়াতুল কুরসীর আরবী শব্দগুলো কভাবে পড়তে পারি সে ব্যাপারে আমাকে জানাবেন। আমি সুন্দর সুন্দর আয়াতগুলো শখিতে চাই যগুলোতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের সম্পর্কে আলোচনা করছেন। আমি একান্তভাবে আশা করছি, আপনারা আমার এ প্রশ্নের জবাব দিবেন। কারণ উত্তরটি জানার জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল হয়ে আছে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের প্রিয় নবী, তাঁর পরিবার-পরজিন ও তাঁর সাহাবীবর্গের ওপর দয়া করেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি; যিনি আপনার জন্য হৃদয়তের পথকে সহজ করে দিয়েছেন, আপনার অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে তাঁর আনুগত্যের ওপর অবচিল রাখেন। আপন ধর্মীয় বিষয়গুলো শখের জন্য আপনার উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আপনাকে অব্যাহতভাবে ইলম অর্জনের উপদশে দিচ্ছি; যে ইলমের মাধ্যমে আপনি আপনার ইবাদতকে নরিভুল করতে পারবেন। আরবী ভাষা শখের প্রতি আগ্রহী হতে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করি; যাতে করে আপনি কুরআন শরীফ পড়তে পারেন ও যথাযথভাবে কুরআন বুঝতে পারেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে কল্যাণকর ইলম দান করেন।

ওজুর পদ্ধতি:

ওজু করার দুটো পদ্ধতি রয়েছে-

ক. ফরয পদ্ধতি। সটো হচ্চে-

১। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। এর মধ্য- গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়েও অন্তর্ভুক্ত হবে।



২। কনুই পর্যন্ত হাত একবার ধৌত করা।

৩। সমস্ত মাথা একবার মাসহে করা। এর মধ্যে কানদ্বয় মাসহে করাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪। দুই পায়ের টাঁকনু পর্যন্ত একবার ধৌত করা।

পূর্ববোক্ত প্রতটি ক্ষেত্রে ‘একবার’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট অঙ্গে কোন অংশ যেন ধোয়া থেকে বাদ না পড়ে।

৫। এই ক্রমধারা বজায় রাখা। অর্থাৎ প্রথম মুখমণ্ডল ধৌত করবে, এরপর হাতদ্বয় ধৌত করবে, এরপর মাথা মাসহে করবে, এরপর পা দুইটি ধৌত করবে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ক্রমধারা বজায় রেখে ওয়ু করছেন।

৬। পরম্পরা রক্ষা করা। অর্থাৎ উল্লেখিত অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করা; যাত করে একটি অঙ্গ ধোয়ার পর অপরটি ধোয়ার মাঝখানে স্বাভাবিকের চয়ে দীর্ঘ সময়ের বিরতি না পড়ে। বরং এক অঙ্গে পরপর অপর অঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ধৌত করা।

এগুলো হচ্ছে- ওজুর ফরয কাজ; ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য যো কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে।

এ কাজগুলো ওজুর ফরয হওয়ার পক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

“হে মুমনিগণ! যখন তোমরা সালাতেরে জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসহে কর এবং পায়ের টাঁকনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও; এবং যদি তোমরা জুনুবী অবস্থায় থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কটে পায়খানা থেকে আসে, বা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে; তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে করবে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা করতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নয়োমত সম্পূর্ণ করতে চান, যাত তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

খ. মুস্তাহাব পদ্ধতি: যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে; ওয়ুর বস্তিতারতি পদ্ধতি নম্নরূপ:

১। ব্যক্তি নিজি পবিত্রতা অর্জন ও হাদাস (ওজু না থাকার অবস্থা) দূর করার নিয়ত করবে। তবে নিয়ত উচ্চারণ করবে না। কনেনা নিয়তেরে স্থান হচ্ছে- অন্তর। সকল ইবাদতেরে ক্ষেত্রেই নিয়তেরে স্থান অন্তর।

২। বসিমল্লাহ বলবে।



৩। হাতেরে কব্জদ্বয় তনিবার ধৌত করবো।

৪। এরপর তনিবার গড়গড়া কুলি করবো (গড়গড়া কুলি: মুখেরে ভেতরে পানি ঘুরানো)। বাম হাত দিয়ে তনিবার নাকেরে পানি দ্বিবে ও তনিবার নাক থেকে পানি ঝড়ে ফলে দ্বিবে। 'ইস্তনিশাক' শব্দরে অর্থ- নাকেরে অভ্যন্তরে পানি প্রবশে করানো। আর 'ইস্তনিসার' শব্দরে অর্থ- নাক থেকে পানি বেরে করে ফলো।

৫। মুখমণ্ডল তনিবার ধৌত করবো। মুখমণ্ডলেরে সীমানা হচ্ছ- দৈর্ঘ্যে মাথার স্বাভাবিকি চুল গজাবার স্থান থেকে দুই চোয়ালেরে মলিনস্থল ও থুতনি পর্যন্ত। প্রস্থে ডান কান থেকে বাম কান পর্যন্ত। ব্যক্তিতার দাঁড়ি ধৌত করবো। যদি দাঁড়ি পাতলা হয় তাহলে দাঁড়ির ওপর ও অভ্যন্তর উভয়টা ধৌত করবো। আর যদি দাঁড়ি এত ঘন হয় যে চামড়া দেখা যায় না তাহলে দাঁড়ির ওপর অংশ ধৌত করবো, আর দাঁড়ি খলিল করবো।

৬। এরপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তনিবার ধৌত করবো। হাতেরে সীমানা হচ্ছ- হাতেরে নখসহ আঙুলেরে ডগা থেকে বাহুর প্রথমাংশ পর্যন্ত। ওজু করার আগে হাতেরে মধ্যে আঠা, মাটি, রঙ বা এ জাতীয় এমন কিছু লগে থাকলে যগুলো চামড়াত পানি পৌঁছাতে প্রতিনিধকতা সৃষ্টি করে সেগুলো দূর করত হবো।

৭। অতঃপর নতুন পানি দিয়ে মাথা ও কানদ্বয় একবার মাসহে করবো; হাত ধোয়ার পর হাতেরে তালুতে লগে থাকা অবশিষ্ট পানি দিয়ে নয়। মাসহে করার পদ্ধতি হচ্ছ- পানিতে ভজো হাতদ্বয় মাথার সামনে থেকে পছনেরে দকিে নবি; এরপর পুনরায় যখন থেকে শুরু করছে সেখানে ফিরিয়ে আনবো। এরপর দুই হাতেরে তর্জনী আঙুল কানরে ছদ্বিরতে প্রবশে করাবো এবং বৃধাঙুলি দিয়ে কানরে পঠিদ্বয় মাসহে করবো। আর মহলিলার মাথার চুল ছড়ে দেয়ো থাকুক কিংবা বাঁধা থাকুক; মাথার সামনেরে অংশ থেকে ঘাড়েরে ওপর যখনে চুল গজায় সেখানে পর্যন্ত মাসহে করবো। মাথার লম্বা চুল যদি পঠিরে ওপর পড়ে থাকে সে চুল মাসহে করত হবো না।

৮। এরপর দুই পায়েরে কা'ব বা টাকনু পর্যন্ত ধৌত করবো। কা'ব বলা হয় পায়েরে গাছার নম্বিনাংশরে উঁচু হয়ে থাকা হাড়দ্বয়কে। দলিলি হচ্ছ ইতপূর্ববে উল্লেখিত উসমান (রাঃ) এর ক্বীরীতদাস হুমরান এর বর্ণনা যে, একবার উসমান বনি আফফান (রাঃ) ওয়ুর পানি চাইলনে। এরপর তিনি ওয়ু করত আর্মভ করলনে। (বর্ণনাকারী বলনে), উসমান (রাঃ) হাতেরে কব্জদ্বয় তনিবার ধুইলনে, এরপর কুলি করলনে এবং নাক ঝাডলনে। এরপর তনিবার তার মুখমণ্ডল ধুইলনে এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তনিবার ধুইলনে। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুইলনে। অতঃপর তিনি মাথা মাসহে করলনে। এরপর তার ডান পা টাখনু পর্যন্ত তনিবার ধুইলনে। অতঃপর অনুরূপভাবে বাম পা ধুইলনে। তারপর বললনে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার এ ওয়ুর করার ন্যায় ওয়ু করত দেখেছি এবং ওয়ু শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওয়ুর ন্যায় ওয়ু করবে এবং একান্ত মনোযোগেরে সাথে দু' রাকাআত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তিরি পছনেরে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়ো হবো।"[সহিহ মুসলিম, ত্বহারাতে ৩৩১]



ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- ইসলাম গ্রহণ করা, আকলবান হওয়া, বুঝদার হওয়া ও নিয়ত করা। এসব শর্তের কারণে কোন কাফরে ওয়ু করলে ওয়ু হবে না। পাগলরে ওয়ু হবে না। বুঝদার হয়নি এমন শিশুর ওয়ু হবে না। নিয়ত করনি এমন ব্যক্তির ওয়ু হবে না; উদাহরণতঃ কটে যদি ঠাণ্ডা উপভোগ করার নিয়তে এ অঙ্গগুলো ধৌত করে। ওয়ু শুদ্ধ হওয়ার জন্য পানি পবিত্রকারী হতে হবে। নাপাক পানি দিয়ে ওয়ু শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে ওয়ু শুদ্ধ হওয়ার জন্য যসেব বস্তু চামড়াতো ও নখে পানি পৌঁছতে বাধা দিয়ে সসেব জনিসি দূর করত হব; যমেন- মহলিদারে নখরে মধ্যবে ব্যবহৃত নহেল পলশি।

জমহুর আলমেরে মতে, ওয়ুতে বসিমল্লাহ পড়ার বিধান রয়েছে। তবে আলমেরো মতানুযায়ী করছেন— বসিমল্লাহ পড়া ওয়াজবি নাকি মুস্তাহাব? ওয়ুর শুরুতে কথিবা মাঝখানে যে ব্যক্তির স্মরণে থাকে তার উচিত বসিমল্লাহ পড়া।

পুরুষ ও মহিলার ওয়ু করার পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নেই।

ওয়ু সমাপ্ত করার পর এই দোয়া বলা মুস্তাহাব: ‘আশহাদু আনলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ। ওয়া আননা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তোমাদের কটে যখন ওয়ু করে এবং পরপূর্ণভাবে পানি পৌঁছায় কথিবা (বলছেন) পরপূর্ণভাবে ওয়ু করে এরপর বলে: ‘আশহাদু আনলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ। ওয়া আননা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’ (অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজায় খুলে দেয়া হয়। সে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে”[সহি মুসলিম, ত্বহরাত ৩৪৫; সুনানে তরিমযিতি আরকেটু অতিরিক্ত এসছে যে, ‘আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাত্তাওয়্যাবীন ওয়াজ আলনি মিনাল মুত্বাতাহ্‌রীন’ (অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে আপনি তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন)[সহি তরিমযি গ্নন্থে (৪৮) আলবানী হাদিসটিকে ‘সহি’ আখ্যায়তি করছেন]

[দখুন শাইখ আল-ফাওয়ান লখিতি ‘আল-মুলাখ্বাস আল-ফকিহী’ ১/৩৬]

আপনি লিখেছেন “আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন, আমাদের নবীর প্রতি দয়া করেন”: শরযি বিধান হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে ওপর দরুদ পড়া; ঠিক যভাবে আমাদের রব্ব আমাদেরকে নরিদশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফরেশেতাগণ নবীর জন্য দো‘আ-ইসতগেফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।”[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬]